যুগান্তর

ঢাবির অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের আলোচনা সভা

উচ্চশিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে : শিক্ষামন্ত্রী

প্রকাশ : ১৮ আগস্ট ২০১৮, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

ঢাবি প্রতিনিধি

বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুধু বড় বড় সার্টিফিকেট নিয়ে বের হওয়ার মানসিকতা পরিহার করার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ।

শুক্রবার বিকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের অ্যালামনাই ফ্লোরে আয়োজিত এক আলোচনা সভায় তিনি এমন মন্তব্য করেন। জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশন এর আয়োজন করে।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বলেন, উচ্চশিক্ষার দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা বড় সার্টিফিকেট নেয়ার মানসিকতা পরিবর্তন করতে হবে আমাদের। আজকের যুগে সে শিক্ষা নিতে হবে যে শিক্ষা বাস্তব কাজে ব্যবহার করা যায়। আমরা চিরকাল জ্ঞান আমদানি করে থাকি এখনও করছি। কিন্তু আমরা সেখানে থাকতে চাই না। আমরা চাই জ্ঞান ও প্রযুক্তির রফতানিকারক হতে। সেভাবেই গড়ে তুলতে হবে নতুন প্রজন্মকে।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন, আজকে ওই দেশ গড়ে তোলার জন্য আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন করতে হবে। এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সেটা করতে হলে নতুন প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে হবে।

মন্ত্রী বলেন, আমরা শিক্ষার মূল লক্ষ্য ঠিক করেছি আমাদের নতুন প্রজন্মকে আধুনিক ও প্রযুক্তিনির্ভর করে গড়ে তুলতে হবে। প্রচলিত শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন না করতে পারলে আমরা সে লক্ষ্য অর্জন করতে পারব না। সুতরাং আমাদের সে লক্ষ্য অর্জনে কাজ করতে হবে। তিনি বলেন, 'আমাদের অনেক সীমাবদ্ধতা, অনেক ভুলত্র"টি আছে। তারপরও গত ৯ বছরে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে শিক্ষার গুণগত পরিবর্তন আনতে সক্ষম হয়েছি। আজকে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে জ্ঞান ও প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষা অর্জন করতে হবে নতুন প্রজন্মকে। যাতে তারা বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে বাংলাদেশকে বদলে দিতে পারে। সে ধারায় পৌঁছতে আমাদের অনেক কঠিন পথ পাড়ি দিতে হবে।

অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি একে আজাদের সভাপতিত্বে এতে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোভিসি (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ সামাদ, শিক্ষক সমিতির সভাপতি অধ্যাপক ড. এএসএম মাকসুদ কামাল প্রমুখ।

অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদ বলেন, বঙ্গবন্ধু ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত, নিপীড়ন-শোষণমুক্ত সোনার বাংলা গড়তে চেয়েছিলেন। কিন্তু যারা তার আদর্শের শত্র" ছিল তারা '৭৫-এর ১৫ আগস্ট তাকে সপরিবারে হত্যা করে। মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি পরিকল্পিতভাবে তাকে হত্যা করে। এটা ছিল ইতিহাসের জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড।

অধ্যাপক মাকসুদ কামাল বলেন, জাতির পিতা যে আদর্শ রেখে গেছেন, তা শুধু এ বাংলাদেশের জন্য নয়- সারা বিশ্বের জন্য। যেন তার আদর্শের কথা আর কেউ বলতে না পারে সেজন্য '৭৫-এর ১৫ আগস্ট তাকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। তিনি আরও বলেন, আজ বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগকে নিয়ে বিভিন্ন ষড়যন্ত্র হচ্ছে। বঙ্গবন্ধুর জীবদ্দশায় যে ষড়যন্ত্র হয়েছে, সে ষড়যন্ত্র আজও হচ্ছে। এসব ষড়যন্ত্র মোকাবেলায় আমাদের আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনেও মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষ শক্তিকে ক্ষমতায় আনতে যার যার জায়গা থেকে কাজ করতে হবে।

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : সাইফুল আলম, **প্রকাশক :** সালমা ইসলাম

প্রকাশক কর্তৃক ক-২৪৪ প্রগতি সরণি, কুড়িল (বিশ্বরোড), বারিধারা, ঢাকা-১২২৯ থেকে প্রকাশিত এবং যমুনা প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং লিঃ থেকে মুদ্রিত।

পিএবিএক্স : ৯৮২৪০৫৪-৬১, রিপোর্টিং : ৯৮২৪০৭৩, বিজ্ঞাপন : ৯৮২৪০৬২, ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৩, সার্কুলেশন : ৯৮২৪০৭২। ফ্যাক্স : ৯৮২৪০৬৬

E-mail: jugantor.mail@gmail.com

© সর্বস্বত্ব স্বত্বাধিকার সংরক্ষিত ২০০০-২০১৮ | এই ওয়েবসাইটের কোনো লেখা, ছবি, অডিও, ভিডিও অনুমতি ছাড়া ব্যবহার বেআইনি।